পাক্ষিক

আহ্‌মদী

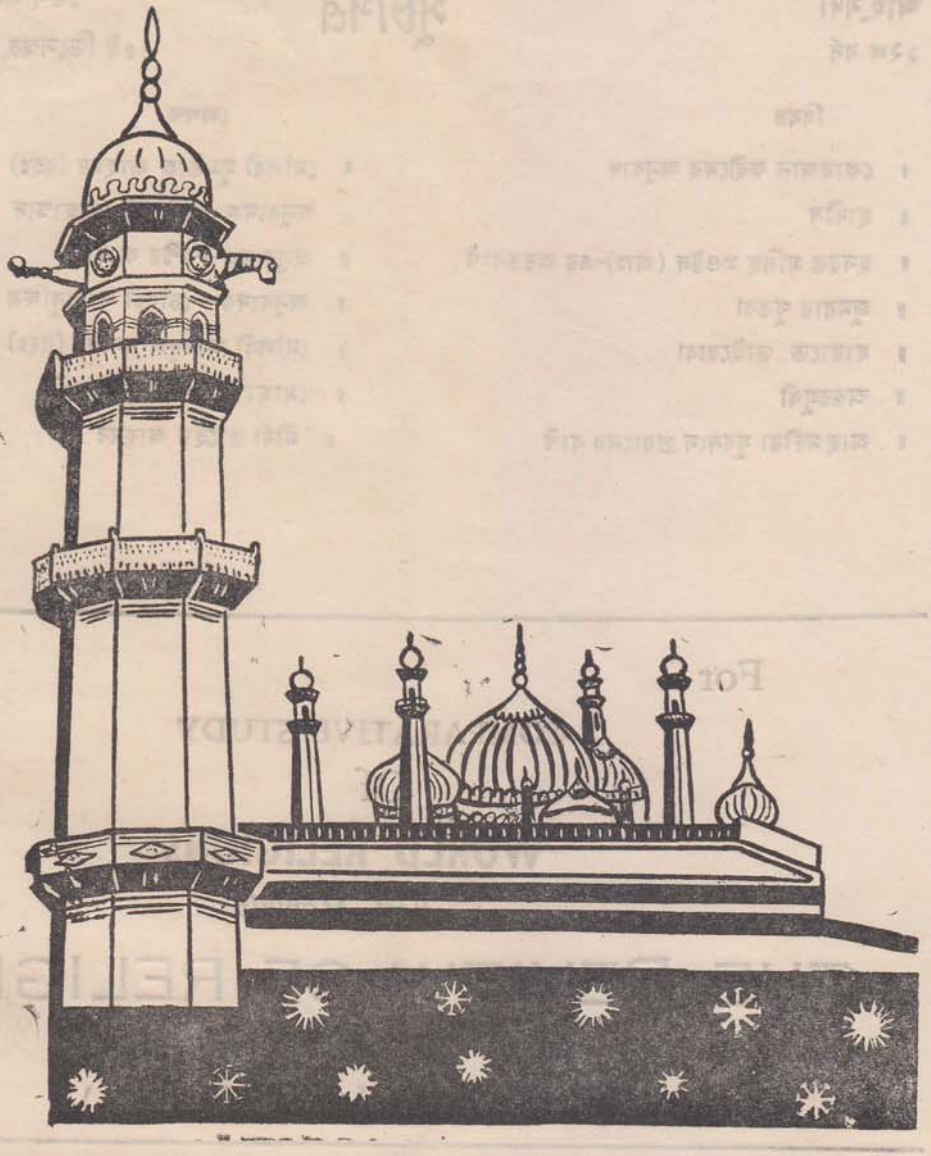

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	১৫শ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ :	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৫শ সংখ্যা
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৭৪৭
॥ হাদীস	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৭৪৯
॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—বশীর আহমদ	॥ ৭৫১
॥ জুমুয়ার খুতবা	॥ অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহাম্মদ	॥ ৭৫২
॥ হায়াতে তাইয়্যেবা	॥ মৌলবী আবদুল কাদির (রহঃ)	॥ ৭৫৮
॥ অন্তরমুখী	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ৭৬১
॥ আহ্‌মদীয়া যুবসংঘ প্রধানের বাণী	॥ মীর্যা তাহের আহমদ	(কভার ৩য় পৃঃ)

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ১৫ই ডিসেম্বর : ১৯৬৮ সন : ১৫ই নবুওত : ১৩৪৭ হিজরী শামসী : ১৫শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সুরা হুদ

৯ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৯৭ ॥ এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে নিদর্শন সমূহ এবং প্রকাশ্য।

৯৮ ॥ প্রমাণ সহ ফেরাউন ও তাহার জাতির প্রধান গণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহারা ফেরাউনের আদেশের অনুগমন করিল এবং ফেরাউনের আদেশ ন্যায্য ছিল না।

৯৯ ॥ সে কিয়ামতের দিন তাহার জাতির আগে আগে চলিবে। অনন্তর সে তাহাদিগকে

(দুযখের) আগুনে নিয়া উপনীত করিবে। এবং তাহাদের এই উপস্থিতি-স্থল কতই না জঘন্য।

১০০॥ এবং এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কিয়ামতের দিনেও। সেই প্রদত্ত অভিসম্পাত কতই না কুৎসিত দান।

১০১॥ ইহা বিনষ্ট জনপদগুলির সংবাদ সমূহের আংশিক মাত্র, যাহা আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ঐ সমস্ত জনপদের কতক এখনও বিদ্যমান আছে এবং কতক কর্ত্তিত অবস্থায় আছে।

১০২॥ এবং আমরা তাহাদের উপর অবিচার করি নাই বরং তাহারাই নিজেদের উপর অবিচার করিয়াছে পরন্তু তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যে উপাস্যগুলির নিকট প্রার্থনা করিত তাহারা তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই যখন তোমার প্রভুর আদেশ (তাহাদের নিকট) আসিয়াছিল। বরং তাহারা শুধু তাহাদের ধ্বংশকেই বর্ধিত করিয়াছিল।

১০৩॥ তোমার প্রভুর পাকড় এরূপই হইয়া থাকে। তিনি জনপদগুলিকে অত্যাচারী অবস্থায় ধৃত করেন। নিশ্চয়ই তাঁহার পাকড় বেদনা দায়ক এবং বজ্র কঠোর।

১০৪॥ নিশ্চয় যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে তাহার জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে। উহা সেই দিন যাহার জন্য লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে। এবং উহা সেই দিন যাহার কার্য ধারা সকলের নিকট দৃশ্যমান হইবে।

১০৫॥ এবং আমরা সেই দিনকে শুধু এক নির্দিষ্ট মীয়াদ পর্যন্ত স্থাগিত রাখিব।

১০৬॥ যখন সেই দিন আসিবে, কেহ তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কথা বলিতে পারিবে না। অতঃপর তাহাদের কেহ কেহ হতভাগ্য এবং কেহ কেহ ভাগ্যবান। সাব্যস্ত হইবে।

১০৭॥ অনন্তর যাহারা হতভাগ্য সাব্যস্ত হইবে তাহারা (দুঃখের) অগ্নিতে (প্রবেশ করিবে), তথায় তাহারা উচ্চ এবং অনুচ্চস্বরে বিলাপ করিবে।

১০৮॥ তথায় তাহারা পড়িয়া থাকিবে, যত দিন আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে। উহা ব্যতিরেকে যাহা তোমার প্রভু ইচ্ছা করিবেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা করিবেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।

১০৯॥ এবং যাহারা ভাগ্যবান সাব্যস্ত হইবে তাহারা বেহেস্তে (অবস্থান করিবে) উহা ব্যতিরেকে যাহা তোমার প্রভু ইচ্ছা করিবেন। ইহা এমন এক দান যাহা বিচ্ছিন্ন হইবে না।

১১০॥ অতএব (হে মানব) তাহারা যে উপাসনা করিতেছে (উহা যে অসত্য এবং কুফল দায়ক) ইহাতে তুমি কোন সন্দেহ করিওনা। তাহারা শুধু সেই ভাবে এবাদত করিতেছে, যে ভাবে ইতিপূর্ব্বে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ এবাদত করিত এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকেও তাহাদের অংশ পূর্ণ মাত্রায় দান করিব যাহাতে কোন স্বল্পতা করা হইবে না।

(ক্রমশঃ)

★

॥ হাদীস ॥

(১)

জনগন বসিয়া আল্লাহকেস্মরণ করে না, পরন্ত ফেরেস্তাগণ তাহাদিগকে পরিবেস্টন করিয়া থাকে, আশিস তাঁহাদিগকে অচ্ছন্ন করিয়া রাখে; শান্তি তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইতে থাকে এবং আল্লাহ তাঁহার নিকট বর্তী গনের নিকট তাহাদের বিষয় বলেন।

(২)

যে তাঁহার প্রভু (আল্লাহ) কে স্মরণ করে এবং যে করে না, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তির।

(বুখারী, মোসলেম

(৩)

আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে যেরূপ ধারনা পোষণ করে; আমি সেই রূপ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হই এবং যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তাহার সঙ্গী হই, সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাহাকে স্বগত স্মরণ করি এবং সে যদি জনতার মধ্যে আমার গুন কীর্তন করে আমিও তদপেক্ষা উত্তম জনতার মধ্যে তার গুন প্রকাশ করি

(বুখারী, মুসলেম)

(৪)

আল্লাহ বলিয়াছেন, কেহ একটি পূর্ণ কর্ম করে তাহার জন্য উহার অনুরূপ দশগুণ (পুরস্কার) আছে এবং আমি আরো বাড়াইয়া দিই; এবং যে। কেহ একটি মন্দ কার্য করে, উহার অনুরূপ মন্দ প্রতিফল একটিই দিই অথবা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিই। যে আমার দিকে এক বিঘত আগাইয়া আসে, আমি তাহাদেরকে এক হাত আগাইয়া যাই, যে আমার দিকে এক হাত আগাইয়া আসে, আমি তাহার দিকে এক বাঁত (চারিহাত) আগাইয়া যাই এবং যে আমার দিকে হাঁটিয়া আসে, আমি তাহারদিকে দৌড়াইয়া যাই, এবং যে ব্যক্তি আমার সহিত কাহাকেও শরীক না করিয়া সমপাপের ভারা লইয়া আমার সাক্ষাতে আসে আমি সমপরিমান ক্ষমা সহ তাহার দিকে আসি। (মোসলেম)।

(৫)

নিশ্চয় আল্লাহ্ বলিয়াছেন: যে কেহ আমার ওলির (বন্ধুর) সহিত অসদ্ব্যবহার করে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে শান্তির আঘাত হানিয়া থাকি। আমি আমার বান্দার উপর যাহা ফরজ করিয়াছি তাহা আপেক্ষা কোন উত্তম বস্তু দিয়া সে আমার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না, এবং আমার বান্দা নফল নামাজ দ্বারা যখন নিয়ত আমার নৈকট্য লাভে প্রয়াসী হয়, তখন আমি তাহাকে ভালবাসি, আমি যখন তাহাকে ভালবাসি, তখন আমি তাহার কর্ণ হইয়া যাই যাহার দ্বারা সে শ্রবন করে, এবং আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই যদ্বারা সে দেখে এবং তাহার হস্ত হইয়া যাই, যদ্বারা সে ধারণ করে এবং আমি তাহার পা হইয়া যাই, যদ্বারা সে চলে, এবং সে যদি আমার নিকট যাঞ্চা করে, আমি নিশ্চয় তাহাকে দেই, এবং সে যদি আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাহাকে আশ্রয় প্রদান করি। যে বিশ্ববাসী মরণ অপছন্দ করে, তাহাকে মৃত্যু দিতে

আমি যতখানি ইতস্ততঃ করি, উহা অপেক্ষা আর কোন বিষয়ে আমি অত ইতস্ততঃ করি না। তখন তাহার অপছন্দে অমিও অংশীদার হই, কিন্তু মরণ হইতে রেহাই নাই। (বুখারী)।

(৬)

যাহারা কোন মজলিস হইতে আল্লাহ্‌র গুণ গান না করিয়া গাত্রে-থান করে তাহারা যেন কতগুলি মরা গাধার লাশ আহার করিয়া উঠে। পরিতাপ তাহাদের জন্য। (আবু দাউদ, আহ্‌মদ)।

(৭)

যে সভায় আল্লার গুণকীর্তণ হয় না এবং রসুলের উপর দরুদ প্রেরণ করা হয় না এইরূপ সভায় যাহারা যোগদান করে তাহারা নৈরাশ্য লাভ করে। তিনি (আল্লাহ্‌) চাহিলে তাহাদিগকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন।

(৮)

শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে আসন গাড়িয়া বসিয়া থাকে। যখন সে আল্লাহকে স্মরণ করে সে দূরে সরিয়া যায় এবং যখন আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল হয় তখন সে তাহার কর্ণে কুমন্ত্রণা দেয়। (বুখারী)

(৯)

মানবের নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন অপেক্ষা অধিকতর উত্তম আমল আর নাই।

(মালেক, তিরমীজি, ইবনে মাজা)।

(১০)

প্রত্যেক জিনিষেরই পালিশ আছে এবং জিকরে এলাহি হইল আত্মার পালিশ এবং জিকরে এলাহি ব্যতিরেকে অধিকতর অপর কিছুই মানুষকে আল্লাহর শাস্তি হইতে বাঁচাইতে সক্ষম নহে। লোকে [রসুল করীম (সাঃ) কে। জিজ্ঞাসা করিল আল্লাহ্‌র পথে জেহাদও কি অনুরূপ সক্ষম নহে; তিনি বলিলেন, না যদিও (মোজাহেদ) তরবারি ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে। (বায়হাকী)

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

॥ হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবানী ॥

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ও প্রচার

অনুবাদ – বশীর আহমদ

হে খোদা, হে বিশ্ব কর্মাদোষ আবরণকারী ও সৃষ্টি কর্তা।
হে আমার প্রিয়, আমার পৃষ্ঠ পোষক এবং আমার পালন কর্তা॥
হে মহা হিতৈশী, কি ভাবে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।
সে ভাষা আমি কোথা হইতে আনিব যদ্বারা ইহা সম্ভব॥
তুমি স্বয়ং সাক্ষী হইয়া আমাকে সন্দেহকারী গণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছ।
একই আঘাতে দুশমনকে পরাজিত এবং লাঞ্ছীত করিয়া দিয়াছ॥
যে ব্যক্তি তোমার পথে কার্যকরে সে তাহার পুরস্কার পায়'
আমার মধ্যে তুমি কি গুণ দেখিয়াছ যে আমার প্রতি তুমি এইভাবে বার বার অনুগ্রহ ও দয়া করিতেছ॥
হে আমার দয়ালু (খোদা) তোমার কার্য দেখিয়া অবাক হই।
কোন কার্যের জন্য আমাকে সম্মানে ভূষিত করিয়া আপন সান্নিধ্যে স্থান দিয়াছ॥
হে আমার প্রিয় আমি আদম সন্তান নহি বরং অধম কীট।
আমি মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র ও লজ্জার বস্তু॥
আমাকে যে তুমি পছন্দ করিয়াছ ইহা তোমার পরম অনুগ্রহ।
নচেৎ তোমার দরবারে খেদমত করার লোকের কোন অভাব ছিল না॥
যাহারা বন্ধুত্বের দাবী করিত তাহারা শত্রু হইয়া গিয়াছে।
কিন্তু হে আমার অভাব মোচন কারী তুমি আমার সঙ্গ ছাড় নাই॥
হে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, হে আমার প্রাণের-আশ্রয় স্থল।
তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট তুমি ব্যতিত অপর কাহারেও প্রয়োজন নাই॥
আমি মরিয়া মাটি হইয়া যাইতাম যদি তোমার করুনা না থাকিত।
খোদা জানে অতঃপর কোথায় এই জঞ্জাল ফেলিয়া দেওয়া হত॥
তোমার পথে আমার দেহ প্রাণ ও অন্তর উৎসর্গ হউক।
আমি তোমার মত ভাল বাসিতে পারে কাহাকেও পাই নাই॥
প্রথম হইতেই তোমার ছায়াতলে আমার দিন কাটিয়াছে।
দুগ্ধ পোষ্য শিশুর ন্যায় আমি তোমার কোলে রহিয়াছি॥
তোমার ন্যায় বিশ্বস্ততা মানুষের মধ্যে আমি কাহাকেও দেখি নাই।
তোমার ন্যায় আদর করিতেও আমি কাহাকেও দেখি নাই॥
লোকে বলে যে, অনুপযুক্ত গৃহীত হয় না।
আমি তো অনুপযুক্ত হইয়াও তোমার দরবারে আসন পাইয়া গিয়াছি॥
আমার প্রতি তোমার এত দান ও দয়া বর্ষিত হইয়াছে।
যাহা কেয়ামত পর্যন্ত গননা করা সুকঠিন।

॥ জুময়ার খুতবা ॥

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহাম্মদ

সমস্ত কিছুরই উত্তরাধীকারি আল্লাহ তায়ালার এবং সকল সম্পত্তি তাঁহার। সেই জন্য তাহার পথে ব্যয় করা আগাগোড়া শুভ ও কল্যাণজনক।

তাহরীক জদীদ ও ওয়াকফে জদীদের চাঁদার প্রতি বন্ধুদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

আমরা যদি উহার প্রতি দৃষ্টি না দিই, তবে ইসলাম এবং সিলসিলার ক্রমঃবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা কি করিয়া পুরণ হইবে।

নিজ সন্তানদেরকে এমনভাবে গড়িয়া তোল যাহাতে তাহারা ওয়াকফে জদীদের সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে বহন করিতে পারে।

সুরাহ্ [ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুজুর নিম্নের আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন।

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله
وهو خيرا لهم . بل هو شر لهم . سيطوقون ما بخلوا به يوم
القيامة . ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير *
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء *
(آل عمران آيات ۱۸۱ - ۱۸۲)

يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد
ان يشا يذهبكم و يأت بخلق جديد . وما ذالك على الله
بعزيز * (فاطر آيات ۱۶ تا ۱۸)

অতঃপর বলিলেন ঃ—

আল্লাহতায়ালা এই আয়াতগুলিতে বলিতেছেন।

দুনিয়াতে এমনও লোক আছে যে আল্লাহ তায়ালা নিজ কৃপায় তাহাকে সমস্ত কিছুই দান করিয়াছেন কিন্তু সে আল্লাহ তায়ালার এই দান হইতে আর্থিক কোরবাণী করে না বরং কৃপণতা করিয়া থাকে এবং মনে করে যে নিজ অর্থ হইতে খোদার রাস্তায় দান না করিলে পার্থিব স্বার্থের উন্নতি হইবে এবং ইহাতেই মঙ্গল আছে বলিয়া সে ধারনা করে। সে যদি নিজ সম্পদ আল্লার পথে ব্যায় করে, তবে তাহার

ক্ষতি হইবে। আল্লাহ বলিতেছেন যে এই ধারণা ঠিক নহে, বরং প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে (شر لهم) এমন করা তাহার পক্ষে সোভনীয় নহে বরং তাহার জন্য ধ্বংস এবং ক্ষতির কারণ হইবে এবং আল্লা-তায়ালার অসন্তোষ অর্জনকারী হইবে। এই কৃপণতার দুই প্রকারের পরিণতি হইবে। একটি এই পৃথিবীতে অপরটি পরকালে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে এবং আল্লাহ তায়ালার ডাকে শাড়া দিয়া তাহার রাস্তায় নিজ অর্থের কোরবানী দেয় না, সে ব্যক্তি পরলোকে নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং সেখানে তাহাকে একটি চিহ্ন দান করা হইবে, যদ্বারা সমস্ত নরক বাসী জানিতে পারিবে যে এই কারণে এ ব্যক্তি নরকে আসিয়াছে। সে আল্লাহর রাস্তায় কখনো নিজ অর্থ দান করে নাই। سيطوقون তাহার গলায় একটি হাসুলি পরান হইবে ঐ হাসুলি রূপকের ভাষায় ঐ সমস্ত সম্পদের হইবে যাহা সে এই এই দুনিয়াতে খোদার রাস্তায় ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করিত। এই হাসুলি থাকার কারণে প্রত্যেক ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে জানিতে পারিবে যে ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল নিজ পরিণামকে সুন্দর কর এবং খোদাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য।

'নিজ সম্পদকে তাঁহার সমীপে উৎসর্গ কর। কিন্তু তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করে নাই এবং সেই ডাকে শাড়া দেয় নাই। তাহারা তাহাদের পার্থিব সম্পদ কে পরকালের মঙ্গলের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করিয়াছিল। তাহার পরিণাম এই হইয়াছে যে আজ তাহারা নরকে অপমান জনক শাস্তি ভোগ করিতেছে। নরকের আজাবে তো সকলেই অংশীদার আছে কিন্তু ঐ হাসলি বলিয়া দিতেছে যে তাহারা ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা নিজ সম্পদের রক্ষনা বেক্ষন করিত কিন্তু নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নাই এবং নিজেদের আত্মার হেফাযত করে নাই।

এই কৃপণতার এক পরিণতি এই পৃথিবীতেই পাওয়া যাইবে এবং তাহা এই যে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন।

لله ميراث السموات و الارض আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে প্রত্যেক জিনিষই আল্লাহ তায়ালার মিরাস (উত্তরাধিকার) অভিধানে মিরাসের এক অর্থ হইয়াছে, যে জিনিষ বিনা পরিশ্রমে সহজে পাওয়া যায়। সুতরাং আল্লার যিনি শ্রষ্টা তিনি প্রতিপালক ও বটে এবং সব কিছুই তাঁহার শক্তিও সামর্থের মধ্যে। তাঁহার আদেশে সমস্ত কিছুই সৃষ্ট জগতে আসিয়াছে। কোন কিছু সৃষ্টি করিতে বা পাইতে তাহাকে কোন বেগ পাইতে হয় না। যখন সমস্ত কিছুতেই আল্লাহর স্বত্ব ও স্বামীত্ব তখন যে ব্যক্তি আল্লা-হকে অসন্তুষ্ট করিবে যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতেই নিজ সম্পদের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে অথবা অন্য কোন বিপদে পতিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একটি উদাহরণ দিয়াছেন এবং তাহা হইল ইহুদিদের উদাহরণ। অর্থাৎ যখন মুসলমানদিগকে বলা হয় নিজ সম্পদ হইতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় কর, তখন ইহুদিদের মধ্যে কেহ কেহ বলে যে বেশ তো অর্থাৎ ইহার অর্থ এই হইল যে আল্লাহ হইল ভিক্ষুক আর আমরা হইলাম ধনী খোদার অভাব হইয়াছে আমাদের অর্থের এবং সেই জন্যই সে আমাদের নিকট ভিক্ষা মাগিতেছে। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যেহেতু আল্লাহ তায়ালাকে কৃপণ বলিয়া বিদ্রূপও করা হই-য়াছে তাই তাহাদিগকে এক "আযাবে হরীক" অর্থাৎ জ্বালাময় আজাব প্রদত্ত হইবে। যাহারা মুসলমানদের প্রতারনা করিবার ও ফুসলাইবার জন্য এই উক্তি করিতে তাহাদের উপর এই দুনিয়াতেই যন্ত্রনাদায়ক

আযাব আরম্ভ হইয়াছিল। ইসলাম উন্নতি করিয়া যাইতে লাগিল। যাহারা দরিদ্র ছিল আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কোরবানী কবুল করিয়া সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যতা তাহাদের পদতলে রাখিয়া দিলেন। যে সকল বিরুদ্ধবাদীগণ এই সমস্ত কল্যাণ ও পুরস্কার লক্ষ করিতেছিল, তাহারা এই কথার সাক্ষ্য দিতেছিল যে তিনি সত্যবাদী যিনি বলিয়াছিলেন ঃ— لله ميراث السموات و الارض এবং যাহারা বিরোধিতা ত্যাগ করিবার জন্যও রাজী ছিল না, তাহাদের অন্তরে জ্বালা করিতে লাগিল যে এই সকল লোক দরিদ্র ছিল, আমাদের প্রত্যাশী ছিল, আমরাই তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতাম, আমরা না হইলে তাহাদের অভাব দুর হইত না। তখনকার দিনে আরবে যে সকল ইহুদী আযাদ ছিল তাহারা আরবদিগকে টাকা ধার দিত। এতদ দর্শনে তাহাদের অন্তরে জ্বালা করিত যে অল্প দিনে অর্থাৎ কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কোরবানী গ্রহণ করিয়া এমন প্রতিকার করিয়াছিলেন সমস্ত পৃথিবীর ধন রত্ন তাহাদের চরণে অর্থ দান করিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে যে সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদের একটি অপরটিকে সমর্থন করিয়া থাকে এবং একটি অপরটির জন্য প্রমাণাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। অতএব আল্লাহ তায়ালা সুরাহ ফাতেরে ঐ সকল লোকের মনোভাবকে খনন্তন করিয়া বলিতেছেন انتم الفقراء الى الله

তোমরা খোদা তায়ালার কল্যাণের ভিখারী তোমরা এই আবশ্যকতার অনুভূতি সৃষ্টি কর এবং স্মরণ রাখিতে যে ইহকাল এবং পরকাল এবং পরকালের কোন মঙ্গলই লাভ করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা উহা পাইবার ব্যবস্থা না করিয়া দেন। কারণ ইহকালের অধিকার তাহার হস্তে এবং পরকালের মঙ্গল সমুহ তাঁহার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ব্যতিরিকে লাভ হইতে পারে না। তোমরা (যেমন নবী করিম ও সাঃ বলিয়াছেন) জুতার একটি ফিতাও লাভ করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত তাঁহার অভিপ্রায় না হয়। প্রত্যেক জিনিষের জন্য প্রতি মুহুর্তে তোমরা অভাষী। তোমাদের অন্তরে তোমাদের প্রভুর জন্য অভাব রহিয়াছে, কিন্তু খোদা তোমাদের মুখাপেক্ষী পানে তিনি ধনী। و الله هو الغنى প্রকৃত ঐশ্বর্য তাঁহারই আয়ত্তে অপর কোন স্বত্তা নাই, যাহার প্রতি আমরা প্রকৃত ঐশ্বর্য অরোপ করিতে পারি এবং বলিতে পারি যে তাহার মধ্যে ঐ ঐশ্বর্য আছে এবং সে ঐশ্বর্য শালী। শুধু আল্লাহর কোন সৎবান্দা আল্লাহর গুণের হইয়া বিকাশ স্থল হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্যের গুণ ও নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিবার সামর্থ নিজ প্রভু হইতে লাভ করিয়া এক অর্থে তিনি গণীত্ত হইতে পারেন, এক অর্থে তিনি প্রভুত্বও করিতে পারেন রাহমানিয়াতের আলোক ও দেখাইয়া থাকেন, এবং রাহমানিয়াতের আলোক ও প্রকাশ করিয়া থাকেন, ক্ষমা ও করিয়া থাকেন, এবং مالك يوم الدين এর জোতিও প্রদর্শন করিয়া থাকেন কিন্তু এ সমস্তই হইতেছে সংযোগ এবং মধস্থতার ব্যাপার মানুষ আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায় অনুসারে এবং তাঁহার প্রদত্ত সামর্থে আল্লাহর গুণের প্রকাশ স্থল হইয়া থাকে। যদি খোদার সাহায্য না থাকে তবে কে তাহার গুণের প্রকাশ স্থল হইতে পারে? তবে হাঁ যখন আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও নিজ সাহায্য দান করেন এবং নিজ কল্যাণ দ্বারা ভূষিত করেন, তখন মানুষ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এবং মধ্যস্থতা স্বরূপ সেই পূর্ণ গুণ বিজাতির গুণের বিকাশ স্থল হইতে পারে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন الغنى অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার স্বত্বাই একমাত্র পূর্ণ ঐশ্বর্যময় স্বত্বা

এবং তিনি গুণী হওয়ার কারনে তোমাদের মুখা পেক্ষী নহেন। গুনীর মধ্যে এ অর্থও আসিয়া গিয়াছে (যাহা প্রথম প্রবন্ধে বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে) যে তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই তাহার নিকট প্রয়োজন আছে। তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না যে পর্যন্ত সেই চিরঞ্জীব খোদা তোমাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনকে পূর্ণ না করেন এবং নিজ পূর্ণ জীবিনী দ্বারা তোমাদেরকে অস্থায়ী জীবন দান না করেন; তোমাদের শক্তি সামর্থ ঠিক থাকিতে পারিবে না যে পর্যন্ত সেই অনন্ত খোদার সাহায্য তোমরা না পাও। তিনি সমস্ত প্রশংসার অধিপতি, সেইজন্য তিনি তোমাদের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া থাকেন এবং তোমাদের অন্তর হইতে উচ্চারিত হয়। الحمد لله সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যেহেতু তোমরা তাঁহার মুখাপেক্ষী তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন। অতঃএব তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। ان يشا يذ هبكم তিনি যদি ইচ্ছা করিবে তবে তোমাদিগকে রূহানি জীবন হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, و يات بخلق جديد এবং এমন এক জাতি সৃষ্টি করিতে পারেন, যাহারা তাহার জন্য নিজদিগকে বিলীন করিয়া দিবে এবং তদগত হইয়া এক নূতন জীবন লাভ করিবে।

পৃথিবী নবীর এক সৃষ্টির দৃশ্য অবলোকন করিবে এবং তাহারা সমস্ত কুরবানী দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে যেমন নবী (সাঃ) এর সাহাবীগণ ফানাফির রসুল এবং ফানাফিল্লাহ এর ফলে এক নুতন জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার যেমন নূতন সৃষ্টি লাভ করিলেন। তাঁহাদের ব্যবহার ইহুদিদের বিপরীত ছিল। এক সময়ে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইল। তখন অর্থ সংকটেরও সময়। সাধারণতঃ ইহাই পৃথিবীর নিয়ম সময়ে স্বচ্ছলতা আসে আবার সময়ে অভাব অনাটন দেখা দেয়। আলোচ্য সময় অভাব অনাটনের সময় ছিল এবং যুদ্ধের প্রয়োজনও ছিল। নবী করিম (সাঃ) সাহাবা কেরামদের সম্মুখে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি তুলিয়া ধরিলেন এবং আর্থিক কোরবানীর প্রয়োজনতা কে তুলিয়া ধরিলেন ফলে হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজের সম্পূর্ণ সম্পদ লইয়া অগ্রসর হইলেন, হযরত ওমর নিজের অর্ধেক সম্পত্তি লইয়া আগাইয়া আসিলেন, হযরত ওসমান আরয করিলেন যে আমার দান গ্রহণ হউক। আমি যুদ্ধে দশ হাজার সাহাবার যাবতীয় খরচ বহন করিব। তদোপরী তিনি এক হাজার উট এবং শত কটি ঘোড়া দিলেন। এইভাবে সমস্ত মোসলেম সাহাবীগণ নিজেদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী কোরবানী পেশ করিলেন।

আর এক সময়ে এক নও মোসলেম পরিবার হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের পুনর্বসতির প্রশ্ন উঠিল, কারণ প্রবল বিরোধীতা ছিল এবং তাহারা নিজেদের সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। যেমন প্রত্যেক যুগে সময়ে সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিরোধিতার ঝড় থাকে এবং মোমেনগণ এই বিরোধিতায় ভ্রুক্ষেপ করে না, কারণ তাহারা সর্বদা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয় পার্থীব সম্পদের উপর নির্ভর করে না তেমনি সেখানেও মোখলোফত ছিল। যাহা হউক একটি পরিবারের পূর্ণবাসনের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। নবী করিম (সাঃ) সাহাবাদের নিজ আধিক কোরবানীর আহ্বান করিলেন।

এই আহ্বানের ফলে প্রত্যেকেই মনে করিলেন যে, আমার নিকট অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় যে জিনিষ পত্র আছে তাহা আনিয়া দান করিয়া দিই কিন্তু 'ফাজিল' অর্থাৎ 'বাড়তি' শব্দের ইহাই করি-

লেন যাহা একজন মোমেন করিয়া থাকে। তাঁহারা ইহা চিন্তা করিলেন না যে আমার দুই ডজন কোট এবং পঞ্চাটি কামিজ থাকা দরকার আর ২/১ টা ছেড়া কাটা অকেজো যে কামিজ আছে এবং যাহা ব্যবহার করা যায় না, তাহাই আনিয়া দান করি বরং তাহাদের কাহারও নিকট দুই জোড়া কাপড় থাকিলে, তিনি বলিতেন যে আমি এক জোড়া দ্বারা চালাইয়া লইতে পারিব। অপর জোড়া অতিরিক্ত আছে। সুতরাং তিনি ঐ জোড়া দান করিয়া দিন। জনৈক শাহাবীর নিকট কিছু স্বর্ণ ছিল। তিনি চিন্তা করিলেন যে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্ট লভের ইহা একটি উত্তম সুযোগ। রসুল করিম (সাঃ) আমাদের সম্মুখে অভাব তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং শিক্ষা দিয়াছেন যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আমাদের অর্থ ব্যয় করি। সুতরাং তিনি এক তোড়া মোহর, (যাহা তিনি বহন করিতে পারিতেছিলেন না) আনিয়া রসুল করিম (সাঃ) এর খেদমতে অর্পণ করিলেন। এই উপায় খাদ্য শস্য, কাপড় এবং টাকা পয়সা স্তূপাকারে জমা হইয়া গেল এবং মোমেনদের কুরবানীর ফলে একটি গোটা পরিবারের ন্যায্য প্রয়োজনের যাবতীয় জিনিষ পত্রের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

এই ঘটনা দুইটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য আমার ইহা নহে যে, সাহাবীগন কি প্রকারের কোরবানী করিত তাহাই লোক দিগকে বলি বরং আমার বলিবার উদ্দেশ্য ইহাই যে এই কোরবানির পিছনে সাহাবীগন যে আত্মার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কি ছিল? ইতিহাস এই প্রকারের আদর্শ দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত আদর্শ দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে এই সমস্ত কোরবানীর পশ্চাতে যে আত্মা ছিল তাহা ছিল نحن الفقراء الى الله অমরা আল্লাহ্-তায়ালার কাঙাল الله هو الغنى الحميد আল্লাহ্‌তায়ালা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী আমাদিগকে ইহকাল ও পরকালের প্রয়োজনে এহেন কোরবানী দেওয়া দরকার এবং ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ লাভের জন্য এই কোরবানী করা আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

এই সমস্ত আদর্শ দ্বারা ইহা দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ করিতেছে যে সাহাবীদের মধ্যে আত্মা ছিল, তাহা এই যে الفقراء الى মোনাফেক প্রত্যেক জাগাতেই থাকে। আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার কাঙাল আমি এখানে তাহাদের কথা বলিতেছি না যাহারা সৎ নিঃস্বার্থ কর্মী ছিলেন তাহারাই সংখ্যার অধিক ছিলেন। তাঁহাদের মুখ দিয়া ইহুদীদের ন্যায় এই কথা প্রকাশ পাইত না انا فقير ونحن اغنياء و আল্লাহ্ কাঙাল আমরা ধনী বরং তাঁহাদের মুখে যে কথা ছিল, তাঁহাদের অন্তের যে অনুভূতি ছিল এবং হৃদয়ে যেব্যাকুলতা ছিল তাহা এই যে الفقراء الى الله আল্লাহ্ তাদের প্রয়োজনকে না মিটাইলে তাহাদের আধ্যাত্মিক বা জাগতিক কোন অভাবই পূরণ হইত না। যাঁহার নিকটে আমাদিগকে যাবতীয় কিছু পাইতে হয় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কি পাঁচ লক্ষ টাকা কোরবানী করা যায় না। আমি সাহাবা কেরামতের উদাহরণ দিয়াছি যে যাহার নিকট দুই জোড়া কাপড় ছিল, তিনি এক জোড়া দান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই, তবে সম্ভব যে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোররানী দিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং কিছু দিন পর সম্ভবতঃ তিনি মারা গিয়াছিলেন এবং পুনরায় কোরবানী দিবার সুযোগ তিনি পান নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার সেই কোরবানীর ফলে তিনি পরলৌকিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ এই এক জোড়া কাপড়ের বিনিময়ে এত অধিক ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে তাহারা ইচ্ছা করিলে ঐ প্রকারের হাজার জোড়া কাপড় তৈয়ার করিতে পারিতেন। অতএব

আমরা খোদা তায়ালার মুখাপেক্ষী। আমরা ভিক্ষুক, খোদা তায়ালার আমাদের মুখাপেক্ষী নহেন।

হযরত মুসা (আঃ) একটি উত্তম কথা বলিয়াছেন পবিত্র কোরআনে তাহার বর্ণনা আসিয়াছে এবং তাহা এই رب انى انزلت الى من خير فقير অর্থাৎ 'প্রত্যেক বস্তুরই আমার অভাব আছে, যাহা কিছু মঙ্গল তোমা হইতে আসে আমি তাহার আকাঙ্খি। আমি বল পূর্বক তাহা লাভ করিতে পারি না। যে পর্যন্ত তুমি আমাকে না দাও, আমি উহা পাইতে পারি না। অর্থাৎ যে কোন প্রকারের প্রকৃত মঙ্গল, তাহা ইহলৌকিকই হউক বা পরলৌকিক হউক তাহা আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ ছাড়া পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ কুকুরও অনাহারে মারা যায় না শূকরও তাঁহার কোন গুণের আলোক দেখিতে পায়। সেও তাহার খোরাক পাইয়া থাকে এবং তাহার (যেমন অসুখবিসুখের হেফাযত হইয়া থাকে)। অবশ্য কোন সময় মড়কের কারন ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তখন এই সমস্ত জানোয়ার বিপুল সংখ্যায় ধ্বংস হইয়া থাকে, যেমন কোন সময় মানব সমাজে কোন পাপাত্মা বংশধরদিগকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সমস্ত জানোয়ারের সহিত যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহা মানুষের প্রতি ব্যবহারের সহিত বিরাট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কুকুরের সহিত যে ব্যবহার করা হইতেছে, শূকরের প্রতি যে ব্যবহার করা হইতেছে, একটি ঘোড়া, গরু বা পাখীর প্রতি যে ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার তুলনায় মানুষের প্রতি যে অচারণ করা হয় তাহাকে উত্তম বলা যাইতে পারে। ততদ্ব্যতিত সাধারণ আচরণকে আমরা এক দিক দিয়া ভাল বলিতে পারি কিন্তু সত্যকার ভাবে উহা ভাল নহে এবং মানুষ ভালর কাঙ্গাল মানুষ যদি আল্লাহ তায়ালা হইতে মঙ্গল না পায় বরং সাধারণ ব্যবহার লাভ করে, তবে এই পৃথিবীতে হয়তো তাহার পেটপুত্তি হইতে পারে কিন্তু পরকালের ক্ষুধা তাহার কিভাবে দূর হইবে। যেমন এই পৃথিবীতে সূর্যে উত্তাপ আছে সে জন্য যদি কেহ একটি ক্ষুদ্র বা বড় কামরা পায় তবে সূর্যের উত্তাপ হইতে সে রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু পরকালে নরাকাগ্নি হইতে তাহাকে কে রক্ষা করিবে? এই দুনিয়াতে যদি অসুখ হইয়া পড়ে, তবে কোন হাকিম দুই চারি টাকার ঔষধ দিয়া দিল বা কোন ডাক্তার হাজার দুই টাকার ঔষধ দিয়া দিল এবং সে আরাগ্য লাভ করিল। ইহা সত্য। কিন্তু পরলোক নরকে যে ব্যাধ প্রকাশ পাইবে সর্বাঙ্গ পুঁজে পূর্ণ হইবে। কাহারও কুষ্ঠ হইবে আবার কাহারও অঙ্গ অবস হইবে, হয়তো বা কাহারও এমন ব্যাধি হইবে যাহা নির্ণয় করা যাইবে না, রুহানিভাবে এখানে যাহার যে ব্যাধি ছিল, তাহাই ওখানে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তথায় কোন ডাক্তার তাহার চিৎকার জন্য আসিবে।

(ক্রমশঃ)

★

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মৌলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক—এ. এইচ. এম আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'রিভিয়ু অব রিলিজিয়ন্স' প্রকাশের প্রস্তাব ঃ তাঁহার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য ছিল 'ক্রশভঙ্গ করা' যদিও যুক্তি ও প্রমাণের দিক দিয়া তিনি সর্ব সুষ্ঠুরূপে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা ক্রুশের পূজার পতাকা বহন করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বাস করিতেন। তাঁহাদের ভাষা ইংরাজী। এজন্য তিনি চাহিতে ছিলেন যে, এই সমুদায় সত্য, পবিত্র তত্ত্ব, ইসলাম ধর্ম্মের সমর্থনে মজবুত দলীল এবং মানবাত্মার শান্তি দায়ক বিষয়াবলী যাহা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল এবং হইতেছিল সন্তোষ জনক যুক্তি ও কার্য্যকারী বক্তৃতার দ্বারা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এবং ইউরোপের সত্যান্বেষগণের নিকট পৌঁছে। সুতরাং, তিনি এই উদ্দেশ্যে ১৫ই জানুয়ারী "একটি জরুরী প্রস্তাব" শির্ষ দিয়া একখানা ইশ্তাহার প্রকার করেন। এই ইশ্তাহারে তাঁহার আন্তরিক আকুল আগ্রহ এবং অন্তর্ব্যথা প্রকাশ পূর্বক প্রস্তাব করিলেন যে উপরোক্ত উদ্দেশ্য সমূহ সাধনের নিমিত্তি ইংরাজি ভাষায় একটি কাগজ বাহির করা হয় এবং ইহার পরিচালনার জন্য সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করা হয়। এই প্রস্তাব নিয়া চিন্তা করিবার জন্য তিনি ঘোষণা করিলেন যে বন্ধুগণ ঈদুল্-আয্হিয়ার উপলক্ষে কাদিয়ান সমবেত হইয়া এ বিষয়ে পরামর্শ করেন যে, কি ব্যবস্থা করা যায়, যাহাতে এই কাগজ যথানিয়মে বাহির হইতে পারে। ফলে, ৩১শে মার্চ্চ ১৯০১ সন বন্ধুগণ সম্মিলিত হইয়া পরামর্শ দ্বারা স্থির করিলেন যে কাগজখানি পরিচালনার ভার একটি আঞ্জোমনের উপর ন্যাস্ত হয়। আঞ্জুমনটির নাম হইবে 'আঞ্জুমনে ইশাআতে ইসলাম' এবং কাগজ খানির নাম হইবে Review of Religions ইহার সম্পাদক হইবেন মৌলবী মুহাম্মাদ আলী সাহেব এম-এ এবং খাজা কামালউদ্দিন সাহেব। আরো সিদ্ধান্ত করা হইল যে, ১৯০১ সনের ১লা অক্টোবর হইতে ইহা বাহির হওয়া আরম্ভ হইবে। এই সময়ের মধ্যে মৌলবী মুহাম্মাদ আলী সাহেব হযরত আকদসের নির্দ্দেশানুসারে প্রবন্ধ তৈরী আরম্ভ করিবেন এবং যে সকল প্রবন্ধ হুযুর স্বয়ং লিখেন তাহাও ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। কিন্তু কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইতে পারিল না। ২৪শে নবেম্বর বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের প্রথম বৈঠকের অধিবেশন হইয়া স্থিরীকৃত হইল যে, ইংরাজী মাসিক পত্র জানুয়ারী ১৯০২ হইতে নিশ্চয়ই বাহির হওয়া আরম্ভ করিবে এবং তিন শত গ্রাহকের আবেদন উর্দ্দু কাগজের জন্য আসিলে ইহার উর্দ্দু সংস্করণও বাহির হইবে। ১ ফলে 'রিভিয়ু অব রিলিজিয়ন্স' ইংরাজীও উর্দ্দু উভয় সংস্করণই বাহির হওয়া আরম্ভ করিল।

---

(১) ইহা বলা অপ্রাশঙ্গিক হইবে না যে, ইংরাজী ও উর্দ্দু ম্যাগজিনেই হযরত আকদসের লিখিত বহু প্রবন্ধ বাহির হয়। কিন্তু হুযুরের নাম লিখিত হয় নাই কিন্তু হযরত আকদস আলাইহেস্ সালাতু সালামের লিখাগুলি যাঁহারা অধিক পাঠে অভ্যস্ত, তাঁহারা পাঠ মাত্র ঐগুলি ধরিতে পারেন।

প্লেগের প্রাদুর্ভাব মার্চ্চ, ১৯০১ সন ঃ

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, হযরত আকদাস ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ সন দেশে প্লেগ প্রাদুর্ভূত হওয়ায় এক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন। ইহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখান হইয়াছে যে, দেশে নানা স্থানে কাল রঙ্গের চারা রোপন করা হইয়াছে। এবং এগুলি প্লেগের চারা। হুযুর ইহাও সংবাদ দিয়াছিলেন যে, 'তাওবা' ও 'আস্তাগফার' দ্বারা সেই চারাগুলি নিশ্চিহ্ন হইতে পারে। কিন্তু সেই সময়ে ইশ্তাহারটি 'তাওবা' ও 'আস্তাগফারের' পরিবর্ত্তে উপহাস ও বিদ্রূপের সহিত পাঠিত হইল। এখন দেশে প্লেগ প্রাদুর্ভূত হইল এবং স্থানে স্থানে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন হুযুর সহানুভূতি স্বরূপে আবার একখানি ইশ্তাহার "প্লেগ" শীর্ষ সহ প্রকাশ করিলেন। এই ইশ্তাহারে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ সনের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করাইবার পর লিখিলেন ঃ

"সুতরাং, হে বন্ধুগণ, আবার এই উদ্দেশ্যে এই ইশ্তাহার খানা প্রকাশ করিতেছি যে, সতর্ক হও! খোদাকে ভয় কর এবং এক পবিত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন কর, যাহাতে খোদা তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং যে বিপদ অত্যন্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে, খোদা উহাকে নিশ্চিহ্ন করেন। হে গাফিলগণ, ইহা হাসি ঠাট্টার সময় নয়। ইহা সেই বিপদ, যাহা আকাশ হইতে আসে এবং শুধু আকাশের খোদার আদেশে দূরীভূত হয়। এই ইশ্তাহারে তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন :—

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, যদি কোন এক সহরে ধর, ইহাতে দশ লক্ষ লোক বাস করে- একজনও আদর্শ সত্য পরায়ণ ব্যক্তি বাস করে, তবু এই বিপদ সেই সহর হইতে বিলোপ করা হইবে। সুতরাং যদি তোমরা দেখিতে পাও যে, এই বিপদ একটি সহরকে গ্রাস করিতেছে—ইহাকে ধ্বংস করিতেছে, তবে নিশ্চিত জানিও যে এই সহরে একজনও আদর্শ সত্যপরায়ণ ব্যক্তি নাই। সাধারণ রকমের প্লেগ কিম্বা অন্য কোন মহামারি উপস্থিত হওয়া একটি সাধারণ বিষয়। কিন্তু এই আপদ যখন সর্ব্ব গ্রাসক অগ্নি স্বরূপে কোন সহরে চোয়াল প্রদর্শন করে, তখন নিশ্চিত জানিও ঐ সহরে আদর্শ সত্য পরায়ণ অধিবাসী নাই। তখন ঐ সহর হইতে স্বরীয় বাহির হও বা পূর্ণ মাত্রায় তাওবা কর। এইরূপ সহর হইতে বাহির হওয়া যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয়, তেমনি আধ্যাত্মিক বিধান অনুসারে ও জরুরী! কিন্তু যাহার মধ্যে গুণাহের বিষময় দোষ থাকে, সর্ব্বাবস্থায় তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পবিত্র সঙ্গ গ্রহণ কর। কারণ পবিত্র সঙ্গ এবং পবিত্র ব্যক্তিগণের দোয়া এই বিষের প্রতিষেধক। পৃথিবীবাসী পার্থিব চেষ্টা চরিত নিয়া ব্যস্ত। কিন্তু এই মহামারির মূল গুণাহর বিষ এবং প্রতিষেধক স্বরূপ-অস্তিত্বের প্রতিবাসী হওয়া লাভ জনক।" ১

১৯০১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হযরত আকদাস একটি ইশ্তাহার 'মুফিদুল-আখইয়ার শীর্ষ দিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার জামাআতের জন্য জরুরী বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন যে,

"আমাদের এই জামাআতের অন্ততঃ একশত এমন জ্ঞানী ও আদর্শ ব্যক্তি থাকা কর্ত্তব্য, এই সেলসেলা এবং এই দাবী সম্বন্ধে খোদা-তা'লা যে সকল নিদর্শন এবং শক্তিশালী অকাট্য যুক্তি প্রমান প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত পুরাপুরি জ্ঞান তাহাদের থাকে, বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট প্রত্যেক দরবারে বৈঠকে উত্তম, ইৎমাসে হজ্জত করিতে পারে, এবং বিরুদ্ধবাদীগণের মিথ্যা অভিযোগ সমূহের জবাব দিতে পারে এবং খ্রীষ্টিয়ান ও

(১) 'ইশ্তাহার', ১৭ই মার্চ্চ, ১৯০১ সন।

আর্য্যগণের প্রকাশিত ধোকাগুলি হইতে প্রত্যেক সত্যান্বেষীকে মুক্তি করিতে পারে এবং ইসলাম ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব পুরাপুরি ভাবে বুঝাইতে পারে। সুতরাং, এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য পূর্ব্বক স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আমাদের জামাআতের সমুদয়ে উপযুক্ত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিবেচনাশীল ব্যক্তিগণের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করা হয় যে, তাঁহারা ২৩শে ডিসেম্বর ১৯০১ সন পর্যন্ত কেতাব সমূহ পাঠ পূর্ব্বক এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন এবং আগামী ডিসেম্বরের বড়দিনে কাদিয়ানে উপস্থিত হইয়া উপরোল্লিখিত বিষয় সমূহে, লিখিত পরীক্ষা দেন। এখানে এই উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বড়দিনে একটি সভায় অধিবেশন হইবে এবং উল্লিখিত গবেষণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। এই সকল প্রশ্নের ফলে যে সকল জামাআত পাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে এই সকল খেদমতের জন্য মনোনীত করা হইবে। তাঁহাদিগকে কোন উপযুক্ত স্থানে সত্যের আহ্বানের উদ্দেশ্যে পাঠান হইবে। এই প্রকারে বৎসরে বৎসরে এই জন সমাগম ইন্‌শাআল্লাহ. এই উদ্দেশ্য নিয়া কাদিয়ানে হইতে থাকিবে যে পর্যন্ত এই প্রকার মুবাহাসা কারিগণের এক গরিষ্ঠ সংখ্যা জামাআতে প্রস্তুত হয়।" ২

এক গলতি কা ইযালা
প্রনয়ণ হইতে দিল্লী সফর পর্যন্ত

এখন আমরা এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে হযরত আকদাসের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া আলোচনা করিব, যাহাকে ভিত্তি করিয়া জামাআতের একটি নিতান্ত লঘিষ্ট অংশ মূল দেহের সহিত মতভেদ পূর্ব্বক দ্বিতীয় খেলাফতের সময় ১৯১৪ সনে পৃথক হইয়া পড়ে। বিষয়টি হইল হযরত আকদাসের মকাম ও মনসব কি? দাবীর প্রথম হইতেই শেষ সময় পর্যন্ত কি তিনি তাঁহার 'মনসব' (পদ) একই নামে অভিহিত করিতেন? না, এক সময়ের পরে তিনি তাঁহার পদও মকামের নামের পরিবর্ত্তন হওয়া প্রকাশ করেন। জামাআতের মূল দেহের মত হযরত আকদসের স্বকীয় লিখিত বিবরণ অনুসারে ইহাই যে, কোন সন্দেহ নাই এল্‌হামাতে ইলাহীয়ায় তো তাঁহাকে প্রথম হইতেই 'নবী' ও 'রসুল সম্বগুলির দ্বারা সম্বোধন করা হইতেছিল। কিন্তু 'নবী 'রসুলের' সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রাপ্ত সংজ্ঞার পরিপেক্ষিতে তিনি সময় পর্যান্ত এই শব্দগুলির তাৎপর্য গ্রহণ করতঃ আপনাকে 'মুহাদ্দাস' (ঐশীবাণী প্রাপ্ত) বলিতেন। কিন্তু যখন তাঁহার নিকট আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে। (ক্রমশঃ)

(২) 'ইশ্‌তাহার, মুফিদুল আখ্‌ইয়ার, তাং ৯ই সেপ্টেম্বর তবলীগে রেসালত,' দশম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

★

অন্তরমুখী

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

জাতির ভবিষ্যৎ কোথায়।

উপরোক্ত নাম দিয়ে দৈনিক পয়গাম ২২।১১।৬৮ তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ হইয়াছে।

"নেত্রকোনা মহকুমার কোন একটি হাইস্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের চরম উচ্ছৃংখলা আচরণের এক খবর পাওয়া গিয়াছে। তাহারা নাকি টেষ্ট পরীক্ষা না দিয়া এস, এস, সি পরীক্ষায় তাদের নাম পাঠাইবার দাবীতে জোট বদ্ধ হয়। প্রধান শিক্ষক অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর অভিভাবক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে ডাকিয়া ছাত্রদের এই আচরণের কথা জানইলে তাঁহাদের সকলেই এক বাক্যে টেষ্ট পরীক্ষা ভিন্ন কাহাকেও ফাইনাল পরীক্ষায় না পাঠাইবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। সভা শেষ বাড়ী ফিরিবার পথে আজিজুর রহমান নামক এক ব্যক্তির উপর ছাত্ররা হামলা চালায় এবং তাহারা নাকি তাহাকে আহত করিয়া তাহার ঘড়ি, জুতা, টাকা পায়সা প্রভৃতি কাড়িয়া লয়।"

জাতি, দেশ ও সমাজের ভবিষ্যত্ব সম্বন্ধে যারা সমাণ্যতম চিন্তা ভাবনাও করেন, খবরটি পড়ে তারা যে শিহরে উঠবেন তাতে সন্দেহ নাই। আরো এগিয়ে গেলে অদূর ভবিষ্যতে এখন দাবিও উঠতে পারে যে বিনা পরীক্ষাতেই ডিগ্রিও দিতে হবে। এ বিষয়ে অন্য কথা বাদদিলেও যুক্তি হবে নানা অনাচার অরাজকতার দরুণ আজকাল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে বন্দ থাকে তাতে বিনা লিখা পড়া বা পরীক্ষার ডিগ্রি দেওয়ার আর বাকী কোথায়। এসব দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে সারা সমাজ ব্যবস্থাই এর সাথে জড়িত।

এখানে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো শুধু লেখা-পড়া শিখা বা অগ্রিম অধিকারী হইলে ব্যক্তি বা জাতির উন্নতি হয় না। শিক্ষার সাথে চরিত্র গঠন একান্ত প্রয়োজন নতুবা ঐ শিক্ষা ব্যক্তি বা জাতির জন্য নিরক্ষতার চেয়েও মারাত্মক হতে পারে। বস্তুতঃ সিধকাঠি দিয়ে দুনিয়ার যত ক্ষতি হচ্ছে তার অনেক গুণ বেশী ক্ষতি হচ্ছে, দুশ্চরিত্র লোকদের 'নিবকাঠি' অর্থাৎ কলম দ্বারা। সুতরাং শিক্ষার বিস্তারের প্রচেষ্টার সাথে চরিত্র গঠনের প্রচোষ্টার উপরে অধিকতর জোর দিতে হবে। তা' করতে দেশের নেতা হতে শুরু করে শিক্ষক, অভিভাবক সবাইকে চরিত্রবান হতে হবে। নিজেরা নিজেরা চরিত্রের সংশোধন না করে ছেলেমেয়েদেরকে 'বেহেশতের ফুল' বানিয়ে ফেলা যায় এমনটি কেউ থাকলে তিনি শুধু বোকার নয় অধম বোকার বেহেশতে বাস করেছেন।

রমযান মাস আমাদের আত্ম জিজ্ঞাসা ও আত্ম সংশোধনের মাস। এই মাসের প্রথম দিনই উপরোক্ত খবরটি প্রকাশ হয়েছে। আমরা যদি নিজদের সংশোধনের প্রতি নিয়ে সমগ্র আন্তরিক দিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হই তবে তাঁর অসীম রহমতে দেশের নৈতিক আবহাওয়াতে পবিত্র পরিবর্তন আনতে পারবো তখন আমাদের সন্তানেরা পথ খোজে পাবে। শুধু হায় আপসোষে আলো জলবে না। নিজদের নৈতিক মন উন্নয়ত্রের চাই কঠোর সাধ্য সাধনা।

সুরু থেকে আবার সুরু করলেই রেহাই মিলবে না ঃ

ইদানিং 'আবার আদম আর হাওয়া' নামে কোন কোন পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। খবরটির সার মর্ম হলো জনৈক মার্কিন সিনেটর রিচার্ড রাসেল বলেন যে, মানবিক ধ্বংসযজ্ঞ যদি সত্য সত্যই ঘটে, তা'হলে আমাদিগকে আবার আরেক জন আদম ও হাওয়াকে দিয়ে মানব জাতির গোড়া পত্তন করতে হবে। তবে তারা যাতে রাশিয়ান না হয়ে আমেরিকান হতে পারে তাহাই আমার কাম্য।

সিনেটর সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং জর্জিয়া হতে নির্বাচিত তেমোক্রেট দলীয় সিনেটর রিচার্ড রাসেল বালিষ্টিক ক্ষেপনাস্ত্র বিধ্ব সী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শনকালে উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

হাজার হাজার বছরের সাধনার ফলে মানব সভ্যতা যে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে মানুষ কোন বাসস্থান তৈরি করতে জানত না বলে গুহায় বসবাস করতো—আজ কত রংয়ের কত ঢংগের, কত ছংগের, ঘরবাড়ী করছে এর কোন ইয়ত্তা নেই। যে মানুষ দু' পা ছাড়া চলতে পারতো না সে আজ পাখা না থাকাতেও পাখীর চেয়ে অনেক বেশী উড়তে পারে, জলচর না হয়েও আজ সে সাগর ছেড়ে মহাসাগরের গহীনে ইচ্ছা মত ঘুর বেড়াচ্ছে। যে মানুষের কোন ভাষা ছিল না, কথা বলতে জানত না, আজ সে ঘরে বসে নিমেষে দুনিয়াময় কথা ছড়িয়ে দিচ্ছে, যে কোন দেশের সাথে কথা বলছে, যে কোন দেশের কথা শুনছে। লিখার কথা যে ভাবতেও পারত না আজ সে কলমের আচড়ে প্রকৃতির কত রহস্যকে ধরে রাখছে। মনের কত গোপন ভাব দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে। যে আদম সন্তান কোনই হিসাব জানত না আজ সে আকাশ পাতালের কত হিসাব করছে।

এসব ছাড়াও খাদ্য উৎপাদনে, চিকিৎসা বিদ্যায়, স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে সে কম রাস্তা অতিক্রম করেনি। একের হৃদপিণ্ড অন্যের দেহে সংযোজিত করছে। বহু রোগ মহামারীকে সে সমূলে উৎপাটিত করতে সমর্থ হয়েছে। এমন কি জীবন হতে বার্দ্ধক্যকে বিদায় দিতে সমর্থ হবে বলে আসার বাণী শুনাচ্ছে। মানুষ প্রকৃতির বহু দুর্যোগকে কাটিয়ে ওঠার পন্থা আবিষ্কারেও দ্রুত এগিয়ে চলেছে, যার ফলে ক্রমাগত তার যখন সুখ স্বাচ্ছন্দের রাজপথ খুলে যাচ্ছে, তখনই তাকে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত করে তুলছে।

আশ্চর্যের কথা হলো এই উৎকণ্ঠার কারণ বাইরের কোন শত্রু নয়—সে নিজেই। একদিকে যেমন যে বুদ্ধির পরাকাষ্টা দেখাচ্ছে—অপরদিকে দুর্বুদ্ধিরও চরম উৎকর্ষতা সাধন করছে। একদিকে যেমন সে যন্ত্র আবিষ্কার করে জীবনকে সম্ভাবনায় ভরপুর করে তুলছে, তেমনি ষড়যন্ত্র করে অশান্তির বহ্নিও জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তবে কি মানব সভ্যতার অর্থ দাঁড়ায় মানুষের ধ্বংসযজ্ঞ—যার হোতা হলো আদম সন্তান নিজেই।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে মানুষের মধ্যে যে হিংস্র প্রবৃত্তি রয়েছে—উহাই জাতীয়তার উগ্ররূপ নিয়ে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এক জাতি অন্য জাতিকে ধ্বংস করে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে একটুও দ্বিধা করছে না। অথচ সভাই যে মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত, এই সহজ সরল কথাটি হৃদয়ংগম করার জন্য তারা সচেষ্ট হচ্ছে না।

এমন কি ধ্বংসযজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে যে নতুন আদম হাওয়ার কথা বলা হচ্ছে—আগে থেকে তাদের মধ্যেও জাতীয়তা বোধের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চলছে। তাই তাঁরা যাতে রাশিয়ান না হয়ে "আমেরিকান" হয় সে কথাই বলা হচ্ছে। যে উগ্র জাতিয়তাবোধ মানুষের ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হতে চলেছে ওটাকেই সে আকড়ে থাকতে চায়। মোটেও সে ভেবে দেখছে না যে, এতে আবার নতুন আদম হাওয়ার সন্তানেরা বর্তমান পরিবেশের ন্যায় পরিবেশ সৃষ্টি করবে কিনা। এর চেয়ে ভাল হবে না কি বর্তমান মানুষকেই বিশ্বমানবতার আদর্শে গড়ে তোলার জন্য সর্বত্বক প্রচেষ্টা চালানো। মানুষকে বিশ্বমানবতার আদর্শে গড়ে তোলার পরিপূর্ণ শিক্ষারই সন্ধান দেয় ইসলাম। ইসলামের শিক্ষা বিশ্ব ভুবন একই স্রষ্টার সৃষ্ট। সব দেশের, সব জাতির মানুষের আদি উৎসও একই। তাছাড়া সব জাতিতেও সব দেশেই নবী রসুলদের আগমন হয়েছে। তাঁদের সবাইকে সমভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। সবাইর উপরে একইভাবে ঈমান আনতে হবে। এই স্বীকৃতিকে ভিত্তি করে সব জাতি মিলে এক মহাজাতি গড়ে তোলার শিক্ষাই দিয়েছে ইসলাম। বস্তুতঃ ইসলামের শিক্ষায় বিশ্বকে গড়ে তোলার মধ্যেই রয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ এড়ানোর প্রশস্ত পথ। এ পথে পা না বাড়ালে ধ্বংসের পথকে রোধ করা যাবে বলে মনে হয় না।

সত্য ও সুন্দরের আদর্শ হতে বিচ্যুতি যেমন মানুষকে পশুর চেয়ে অধম করে, তেমনি এর অনুসরণ তাকে মহান করে তোলে। কোন পথ সে বেছে নিবে এই, অন্তর জিজ্ঞাসা হতে এখন তার আর নিষ্কৃতি নেই। আদর্শের কথা ভুলে গেলে বা এর প্রতি উদাসীন হলে তাকে ধ্বংস যজ্ঞের মাধ্যমেই মাশুল দিতে হবে। যার ফলে শুধু নিজেই নয়, বহু কালের গড়া তার সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিলিন হয়ে যাবে।

★

আহমদীয়া যুবসংঘ প্রধানের বাণী

কেন্দ্রীয় আহ্‌মদীয়া যুবসংঘের প্রধান জানাব মীর্যা তাহের আহমদ সাহেব ঢাকায় আয়োজিত তারবিয়তি ক্লাশে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ঢাকা ময়মনসিংহের জেলা কায়েদ জনাব শহিদুর রহমান সাহেবের নিকট এক বাণী প্রেরণ করেন। বাণীটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জনাব জেলা কায়েদ সাহেব, ঢাকা

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

প্রাদেশিক মজলিশে শূরার ফায়সালা অনুযায়ী পবিত্র রমজান মাসে ঢাকাতে দুই সপ্তাহ ব্যাপী কোরআন ক্লাশের আয়োজনের সংবাদে আমি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি এবং আল্লাহ্‌তালার শুকরিয়া আদায় করছি। বর্ত্তমানে বিশ্বে কোরআনের সুমধুর বাণী দ্বারা বিপ্লব ঘটানোর ভার আল্লাহ্‌তায়ালা আহমদীয়া জামাতের উপর ন্যাস্ত করেছেন। আল্লাহ্ পাকের এই সুমধুর বাণী স্বয়ং শিখাও অপরকে শিখানো আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা এক মহাপুরুষের আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। আমাদের শান্তি ও সতর্কতার জন্য এই মহান দরদী বলেছেন, "যে কোরআনকে সম্মান দেখাইবে আকাশে যে সম্মান লাভ করিবে।" যদি কেহ কোরআনের উপযুক্ত মর্যাদা না দেখায় তবে যুক্তির দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত নহে। এই সকল সম্মানের অধিকারী হওয়ার জন্যে প্রত্যেক আহমদীকে আপ্রান চেষ্টা করতে হবে। হযরত আমেরুল মোমেনীন (আই:) বলেছেন, "প্রত্যেক আহ্‌মদীকে অবশ্যই কোরআন শরীফ শিক্ষা করিতে হইবে।" এই সমস্ত হিতকর উপদেশ শ্রবন বা পাঠ করে হাতগুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, বরং একে বাস্তবায়িত করাই সমূচিত। ভাব ও কাজ উভয়ই মানবের জন্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু যুদ্ধিহীনেরা ভাবের গণ্ডীতেই মাতয়ারা থাকে। আজ বিশ্ব এক মহাসঙ্কটে নিপতিত। শান্তির জন্যে আজ সবাই ব্যাকুল। চিন্তাবিদেরা বিশ্ব শান্তির জন্য ব্যগ্র। কিন্তু তাহারা হতাশ। এমতাবস্থায় কোরআন শরীফের সুত্র দ্বারা সহজে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের আহ্বায়ক আমরা চিন্তা করলে অতি সহজে উপলব্ধি করবেন, যে, বিশ্বের সাথে আমরা বিরাট প্রতি দন্দ্বিতা করছি। মহা সমুদ্রে আমাদের তীর চলছে। উত্তাল তরঙ্গকে আমরা হেয় মনে করি। কারণ আমাদের নিকট রয়েছে পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবের মুক্তির উৎস। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:)-এর উপর এলহাম হয়েছে "যাবতীয় কল্যাণ কোরআন শরীফে নিহিত রয়েছে।" এই সমস্ত কল্যাণের অধিকারী হবার তৌফিক কি আল্লাহ্‌তালা আমাদিগকে দান করেন নাই? নিশ্চয়ই করেছেন। উপমা সরূপ চৌদ্দটি ভাষায় পবিত্র কোরানের অনুবাদ এবং প্রকাশ এই ক্ষুদ্র জামাত দ্বারা হয়েছে। গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকা মহাদেশ কোরআনের আলোতে উজ্জল হচ্ছে। তদ্রুপ আমেরিকা ও ইউরোপের ব্যাকুল মানবকে কোরআনের বাণীর দ্বারা শান্তনা দেওয়া হচ্ছে। অনুরূপ ভাবে দুর দুরান্তের দ্বীপগুলোতে পাক কালামের স্নিগ্ধ কিরণ ছড়ানো হচ্ছে। বিশ্ব মানবের উপকারার্থে এখনও আমাদের বহু করনীয় রয়েছে। তার জন্য উপায় এবং নব নবসুত্র কোরআন হতে আহরণ করতে হবে। কোরআন ক্লাশ খুবই ফলপ্রসু এ থেকে লাভবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। পুন: স্মরণ করাচ্ছি একমাত্র কাজই ভাবকে রূপ দেয়।" ভাবের বাণী দিয়ে জন সাধারণকে নাচানো সহজ কিন্তু ত্যাগী ঋষী হওয়া সহজ নয়। আমাদের ঝাণ্ডা পাক কালাম। এই নব নিশান নিয়ে আমরা যাত্রা করেছি। এই শোভাযাত্রায় দুর্দম অগ্রযাত্রী খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া সুসুপ্ত ঘুমে ভরা অলস প্রাণকে জাগিয়ে তুলে, মোহাম্মাদ আরাবী (সা:) কর্ত্তৃক আনিত কোরআন মজীদের পানে উন্মাদের ন্যায় ছুটিরে আমরা ক্ষান্ত হব। আমাদের এই বাষণা পূর্ণ হোক। এই কোরআন ক্লাশের কামিয়াবির জন্য যারা নিজেদের অমূল্য সময় উৎস্বর্গ করেছেন তাদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌তায়ার দরবারে উন্নতির প্রার্থনা করি (আমীন)।

ওয়াচ্ছালাম

মীর্যা তাহের আহমদ

সদর মজলিশ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

(কেন্দ্রীয়) রাবওয়াহ।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1 75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.